Flood Resilience Alliance

ASOD

CONCERN worldwide

ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প
বন্যা সহনশীলতা প্রকল্প

কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড জুরিখ ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে স্থানীয় সংস্থা 'এসোড' এর সাথে গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা এবং লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার চরাঞ্চলে **ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প** বা **বন্যা সহনশীলতা প্রকল্প** বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হলো, মানুষের জীবনে বন্যা যেন কোন নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে। সেই লক্ষ্যে বন্যা সহনশীলতায় ব্যয় বৃদ্ধি, নীতিমালার উন্নয়ন বা পরিবর্তন, বন্যা সহনশীলতায় উন্নত ও আধুনিক চর্চার বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পটি জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

যেহেতু কমিউটিগুলো প্রতি বছরই বন্যা কবলিত হয় এবং জানে কোথায় এবং কিভাবে সহনশীলতা তৈরি করতে হবে, সেহেতু কমিউনিটি পর্যায়ে সহনশীলতা বৃদ্ধিমূলক নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমিউনিটিগুলোর সাথে কাজ করার মাধ্যমে আমরা মানুষের জীবনের উপর দৃশ্যমান প্রভাব উপস্থাপন করতে পারি এবং সবচেয়ে ভালো অনুশীলনগুলো থেকে ধারণা নিতে পারি যা উচ্চ পর্যায়ে নীতি-নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১) বন্য সহনশীলতার উপর আর্ন্তজাতিক এবং জাতীয় পর্যায়ে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

২) বৈশ্বিক, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বন্যা বা দুর্যোগ বিষয়ক নীতিমালার উন্নয়ন

৩) বন্যা সহনশীলতার চর্চার উন্নয়ন

যেসব কমিউনিটির সাথে আমরা কাজ করছি

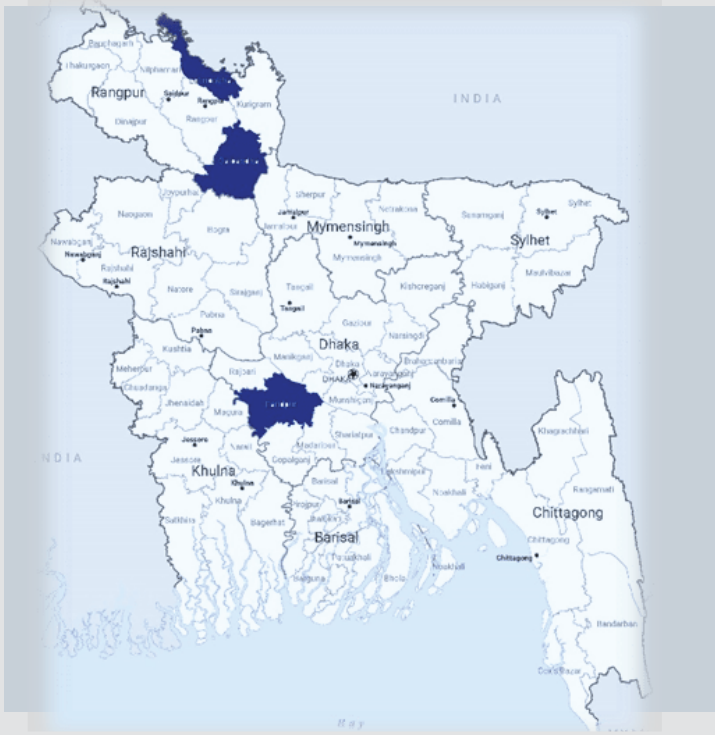

গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ১০ টি কমিউনিটি ও একটি পৌরসভা মোট ১১ টি এবং **লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার** ১১ টি কমিউনিটি সহ **সর্বমোট ২২ টি কমিউনিটিতে** কাজ করছে। লালমনিরহাট ও গাইবান্ধা জেলাসমূহ উত্তরবঙ্গের রংপুর বিভাগে অবস্থিত।

কমিউনিটির বন্যা সহনশীলতা পরিমাপ (এফআরএমসি)

কমিউনিটির বন্যা সহনশীলতা পরিমাপের দুটি অংশ (এফআরএমি): কমিউনিটির বন্যা সহনশীলতা পরিমাপের জন্য জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স এ্যালায়েন্স-এর কাঠামো এবং এই কাঠামো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য সম্পর্কিত টুল/কৌশল।

এফআরএমসি-এর ব্যবহার:

১) যেহেতু সহনশীলতার প্রথম পরিমাপ বৃহৎ পরিসরে প্রয়োগ করা হবে, সেহেতু এটি কমিউনিটির কার্যক্রমের সাথে সম্পূর্ণরুপে সমন্বিত।

২) সমাধান খোঁজার আগে সমস্যাগুলো বিশ্লেষণে সাহয্য করা।

৩) প্রভাব পরিমাপে সাহায্য করা।

৪) বন্যা-সহনশীলতা বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক প্রমাণের জন্য উপাত্ত সমূহ সন্নিবেশিত করা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডি পি এইচ ই) এর সাথে স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহনে যৌথ পরিকল্পনা

বন্যার দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃহৎ আকারে কার্যকরী, কারণ বন্যার পূর্বে বন্যা মোকাবিলায় যদি এক ডলার বিনিয়োগ করা হয় তাহলে সেটা পাঁচ ডলারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সাশ্রয় করতে পারে

মাননীয় এমপি, সুন্দরগঞ্জ-১, ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী প্রকল্পের স্কুল গ্রাউন্ড উঁচুকরনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন

বন্যাকবলিত কমিউনিটিগুলোর পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা সবাই মিলে বন্যা সহনশীলতা উন্নয়নে এই জায়গাগুলোতেই কাজ করতে পারি।

- **স্থানীয় পর্যায়ে যেখানে মানুষ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় সেখানে আজও বন্যা-প্রস্তুতি ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাড়াতে বিনিয়োগ অপর্যাপ্ত**
- **স্থানীয় কমিউনিটি আরও বেশি বন্যাসহনশীল হতে পদক্ষেপ নিতে পারে এবং জীবন ও জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে পারে**
- **বন্যায় ভালভাবে প্রস্তুতি, প্রশমন, খাপ-খাওয়ানো এবং সাড়াদানে কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার**
- **বন্যার আগাম পূর্বাভাস ব্যবস্থা, অবকাঠামো, আর্থিক সুরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন।**

বন্যা সহনশীল প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

- কমিউনিটি বন্যা সহনশীল পরিকল্পনা
- বন্যার আগাম সতর্কতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- নেতৃত্ব বিষয়ক ও সহনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- উঁচুকরন , স্কুল মাঠ উঁচুকরন,বন্যা সহনশীল টিউবওয়েল স্থাপন
- বন্যা সহনশীলতা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান
- ইউডিএমসি এবং পৌরসভা কে বন্যার আগাম বার্তা প্রচার ও উদ্ধার কাজের জন্য সরঞ্জাম প্রদান
- উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, উপজেলা প্রানিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে যৌথ পরিকল্পনা
- উপজেলা ডিপিএইচই'র সাথে যৌথ পরিকল্পনা